২০৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ওরা ২৫ মেধাবী ছাত্র ঘুরছে দ্বারে দ্বারে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দীর্ঘ চার বছর ধরে রাজধানীর অখ্যাত ২৫ মেধাবী ছাত্রছাত্রী ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের ভুল সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের

(শেষ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

ওরা ২৫ মেধাবী

(প্রথম পাতার পর)

দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। এদের সবাইকে একটি বিষয়ে দেয়া হয়েছে ডবল শূন্য। প্রায় চার বছর ধরে নম্বরপত্র থেকে তারা এ কলঙ্ক মোচনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিধি বাম! সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ভুক্তভোগী এসব ছাত্রছাত্রীর শিক্ষকরা এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। ঢাকা শিক্ষাবোর্ড থেকে তাদের দুরদুর করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করার চেষ্টায় তারা সফল হতে পারেনি। আবেগতাড়িত হয়ে ভুক্তভোগীদের কয়েকজন প্রশ্ন করল— 'কোথায় গেলে আমরা এর প্রতিকার পাব'?

এসব ছাত্রছাত্রী '৯৪ সালে পুরনো ঢাকার কে এল জুবলী হাইস্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রায় সবাই পাস করে প্রথম বিভাগে। কিন্তু ইংরেজী প্রথমপত্রের রচনামূলক অংশে তাদের প্রত্যেককে দেয়া হয় ডবল শূন্য। ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজনের বক্তব্য হচ্ছে, এটা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য ফল হতে পারে না। অন্য সব বিষয়ে এমনকি ইংরেজী প্রথমপত্রের অবজেকটিভ অংশে ভাল নম্বর পাবার পরও সাবজেকটিভ অংশে শূন্য পাওয়ার ঘটনা নিতান্তই হাস্যকর।

'৯৪ সালে মার্কশীট পাবার পর থেকে এসব ছাত্রছাত্রী প্রথমে স্কুলের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করে। স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা কোনরকম সহযোগিতা পায়নি বলে তাদের অভিযোগ। এরপর তারা ঢাকা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে। ভুক্তভোগী ছাত্রদের একজন জানায় যে, তাকে নাকি সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উপহাস করে বাসায় গিয়ে 'করিম মিয়ার পানিপড়া' খেতে বলেছিলেন। ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে বারবার যোগাযোগ করে কোন ফল না পাবার পর এক ছাত্র বোর্ড কর্তৃপক্ষকে উকিল নোটিস পাঠায়। কর্তৃপক্ষ এর কোন জবাব দেয়নি। এরপর তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তাদের দাবি— এ সমস্যার জরুরী সমাধান করে শিক্ষাজীবনের কলঙ্ক থেকে রেহাই দেয়া হোক।

শিক্ষকরা সহায়তা করেননি বলে ভুক্তভোগী ছাত্রদের অভিযোগ সম্পর্কে কে এল জুবলী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কামরুজ্জামানের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, ডবল শূন্য দেবার এ ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। আমি তখন চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কার কাছে একথা বলব? এবারও আমার স্কুলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।